হরিণঘাটা, সেন্ট্রাল ও মাদার ডেয়ারিকে যুক্ত করার উদ্যোগ

কৌশিক ঘোষ • কলকাতা

রাজ্য সরকারের হরিণঘাটা-বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারি ও মাদার ডেয়ারিকে একই ছাতার নীচে আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নতুন সংস্থার প্রস্তাবিত নাম হবে, 'বাংলার ডেয়ারি বা বেঙ্গল ডেয়ারি'। নতুন সরকারি সংস্থা গঠনের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাণিসম্পদ কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই কাজ শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলার ডেয়ারি চালু করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় সরকারি উদ্যোগে দুধ উৎপাদন শুরু হয়। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধীনে বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারি, হরিণঘাটা, দুর্গাপুর ও বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ডেয়ারি সেই সময় তৈরি হয়। বাম সরকারের সময় কৃষ্ণনগর ডেয়ারি একটি সমবায় সংস্থাকে হস্তান্তরিত করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বর্ধমান ও দুর্গাপুর ডেয়ারি দু'টিকে মাদার ডেয়ারিকে হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য মাদার ডেয়ারিও পুরোপুরি রাজ্য সরকারি সংস্থা। বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারির উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক তিন লক্ষ লিটারের বেশি। সেখানে এখন দিনে প্রায় ৩৫ হাজার লিটারের মতো দুধ উৎপাদন হয়। হরিণঘাটায় উৎপাদন মাত্র এক হাজার লিটারের আশপাশে। বৃহত্তর কলকাতায় সরকারি ডেয়ারির দুধ সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৩০টি এজেন্টের মাধ্যমে কমিশনের ভিত্তিতে দুধ বিক্রি হয়। সরকারি হাসপাতাল, জেল প্রভৃতি জায়গাতে বেলগাছিয়ার দুধ যায়। বেলগাছিয়া ডেয়ারির উৎপাদিত দুধের দাম অন্য ডেয়ারিগুলির দুধের থেকে কিছুটা কম। সরকারি মাদার ডেয়ারির থেকে কম দামে এই দুধ বিক্রি করা হয়। কিন্তু দাম কম হলেও সরকারি ডেয়ারির দুধের চাহিদা কমছে।

কয়েক বছর আগেও বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে এক হাজারের বেশি কর্মী ছিলেন। অধিকাংশ কর্মীর কোনও কাজ ছিল না। বছর দেড়েক আগে কর্মীদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় সরকার। ৯০০-র বেশি কর্মীকে স্বাস্থ্য দপ্তরে গণ বদলি করে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরে বদলি করা হলেও এখনও ওই কর্মীদের বেতনের দায় অবশ্য বহন করতে হয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে। বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে এখন প্রায় পৌনে দুশো কর্মী কাজ করেন। বর্ধমান, দুর্গাপুর ডেয়ারির দায়িত্ব মাদার ডেয়ারি নিলেও সেখানকার কর্মীদের বেতন প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে দিতে হয়। সব মিলিয়ে সরকারি ডেয়ারিগুলিতে এখন সাড়ে তিনশোর মতো কর্মী কাজ করেন। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, বেঙ্গল ডেয়ারি সংস্থা কাজ শুরু করলেও এত কর্মীর প্রয়োজন থাকবে না। অতিরিক্ত কর্মীদের সরকারি দপ্তরে বদলি করে দেওয়া হবে। ডেয়ারির কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের এখানে রাখা হবে। বেঙ্গল ডেয়ারি যেহেতু একটি পৃথক সংস্থা হিসাবে কাজ করবে, তাই সরকারি দপ্তরে বদলি করে দেওয়া কর্মীদের বেতনের দায় তাদের বহন করতে হবে না। ফলে সরকারি সংস্থাটি লাভজনক হয়ে চলতে পারবে। আপাতত ঠিক আছে, নতুন সংস্থাটির চেয়ারম্যান হবেন, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সচিব। মিল্ক কমিশনারকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সংস্থার বোর্ডে ডেয়ারি শিল্পের বিশেষজ্ঞদের রাখা হবে। একেবারে পেশাদারি মনোভাব নিয়ে বেঙ্গল ডেয়ারিকে চালাতে চাইছে রাজ্য সরকার। হরিণঘাটা ও বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা হবে। ইতিমধ্যে হরিণঘাটার জন্য ছ'কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ডেয়ারির দুধের ব্যাপক চাহিদা আছে। কলকাতা মহানগরীতে ডেয়ারির দুধের দৈনিক চাহিদা প্রায় ২৮ লক্ষ লিটার। সেখানে সব বেসরকারি ও সরকারি ডেয়ারি মিলে ১৩ লক্ষ লিটার দুধ সরবরাহ করে। দুধের বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে রয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্র। এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে চাইছে রাজ্য সরকার। সরকার নিজে ডেয়ারি চালালে বাজারে দুধের দামও নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা সরকারি কর্তাদের। বেসরকারি সংস্থাগুলি তখন ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে পারবে না। এতে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা হবে। সবকারি মাদার ডেয়ারি এখন দিনে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ লিটার দুধ বিক্রি করে। যদিও সংস্থার ডানকুনি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা তিন লক্ষ লিটারের বেশি। কিন্তু একটি বেসরকারি ডেয়ারির তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে মাদার ডেয়ারির উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। দুধ ছাড়াও বেশ কয়েক ধরনের দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রি করে মাদার ডেয়ারি। সম্প্রতি বাজারে তারা যে পায়েস এনেছে, তা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

বর্তমান, ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia

কৃষ্ণগঞ্জের পুজো দেখাবে বাংলার উন্নয়ন

অমিতকুমার ঘোষ

মাজদিয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর— মণ্ডপ-চত্বরে গেলেই চোখে পড়বে বাংলার উন্নয়ন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চারদিকে থাকবে আধুনিক হাসপাতাল, পাশে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, কন্যাশ্রী আর সবুজ সাথী প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান, বাল্যবিবাহ রোধ, বাংলার হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, বাংলার লোকগীতি ইত্যাদি হরেকরকম সামগ্রী। এভাবেই এবার দুর্গোপুজোর মণ্ডপ সাজাচ্ছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া কলেজ রোডের নাঘাটা গ্রাম বারোয়ারি। এককথায় এখানকার এবারের থিম 'বিশ্ববাংলা'। নিখুঁতভাবে মণ্ডপসজ্জা ফুটিয়ে তুলতে সারাদিন পরিশ্রম করে চলেছেন এলাকার যুবকরা। সমগ্র বিষয়টির তদারকি করছেন মণ্ডপশিল্পী রতন হালদার। তাঁরা জানালেন, বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের উন্নয়নকে তুলে ধরতেই এই থিম আনা হয়েছে এবার। এখানে আধুনিক হাসপাতাল থাকবে। তাতে থাকে প্রসূতি বিভাগ-সহ অন্যান্য বিভাগ। ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার থাকবে। সেখানেই থাকবে হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানও। সবই হবে মাটির মডেলের সাহায্যে। এজন্যে কৃষ্ণনগর থেকে প্রচুর মডেল আনা হচ্ছে। আর এক জায়গায় থাকবে এক বাড়িতে চার মেয়ে আছে। সবাই বিদ্যালয়ছুট। তাদের আবার বিদ্যালয় নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রশাসনিক চেষ্টা দেখা যাবে। কিছুটা এগোলেই দেখা যাবে হস্তশিল্পের হাট। বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প নিয়ে এসে শিল্পীরা হাটে বসে আছেন। এক জায়গায় বটগাছের নিচে বাউলরা লোকগীতি পরিবেশন করছেন। বাংলার অতীত লোকগীতির চর্চা চলছে সেখানে। গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তা বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। 'গাছ বাঁচাও'-এর থিম এখানে। এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে বাল্যবিবাহ রোধ করছেন বি ডি ও এবং প্রশাসনিক ব্যক্তিরা। নারীপাচার রোধ করছে, কন্যাশ্রীর মেয়েরা এ সবও দেখা যাবে। সব শেষে পুরনো মন্দিরে তামাটে রঙের প্রতিমা। থিমের সব কিছুই দেখানো হবে প্রমাণ মাপের মানুষের মডেলের সাহায্যে। প্রায় সবই থাকবে মহিলার মডেল। ঘরবাড়িগুলিও আসলের মতোই নিখুঁত করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

Office of the Dist. Inform... & Cultural Officer
Nadia

আজকাল ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১৬

Plassey to be turned into tourist spot soon

Halim Mondal
letters@hindustantimes.com

PLASSEY (NADIA): The Nadia administration is going to turn Plassey into a tourist spot and will set up a centre of history/institute (Etihas Charcha Kendra) showcasing the Battle of Plassey to attract visitors.

The tourists will get an opportunity to learn more about the history of the Battle of Plassey through photographs, manuscripts and books that will be on display at this centre.

Sources in the Nadia administration said the state government has allotted Rs 3.5 crore for the development of Plassey as a tourist spot. The historic battle that has made this village famous was fought on June 23, 1757, between the British East India Company and the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah. East India Company won the battle due to the betrayal of the commander of the Nawab's army, Mir Jafar.

Many tourists across the country visit Plassey every day and they now find only a monument dedicated to the historic battle. Besides the monument, there is a statue of Siraj-ud-daulah. The tourists, many of whom want more information, return disappointed. There are no proper roads and electric lights at the tourist spot. The public works department (PWD) has a guest house here, which only government officials can use. The area is covered with trees and bushes.

Tausif Mondal, a resident of Plassey village, said, "If the government makes lodging arrangements and upgrades the existing roads, more tourists will flock here. The people of Plassey can get employment. It's economy will get a boost." Nasiruddin Ahmed, former Trinamool MLA from Kaliganj, said, "The Left Front government did nothing to develop Plassey as a tourist spot. Only our Ma-Mati-Manush government has developed the area. Plassey will soon become an attractive tourist destination."

Page · 05

Hindustan Times 17th Sep · 2016

Office of the Dist. Information & Cultural Officer
Nadia